যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৩৫৫

১/ বিবিধ

আরবী

من علم أن الله ربه، وأني نبيه صادقا من قلبه ـ وأومأ بيده إلى خلدة صدره ـ حرم الله لحمه على النار

ضعيف

أخرجه البزار (رقم ـ 14) وابن خزيمة في " التوحيد " (226) وأبو نعيم في الحلية (6/182) من طريق أيوب بن سليمان بن سيار الحارثي صاحب الكرى قال حدثنا عمر بن محمد بن عمر بن معدان الحارسي عن معدان القصير عن عبد الله بن أبي
القلوص عن مطرف عن عمران بن حصين قال: ألا أحدثكم بحديث ما حدثت به أحدا منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ : فذكره. وقال البزار
" ليس له إلا هذا الطريق، وابن أبي القلوص بصري، وعمر بن محمد بصري لا بأس به
قلت: وهذا إسناد ضعيف عبد الله بن أبي القلوص ومن دونه ـ غير القصير ـ غير مشهورين، أوردهم ابن أبي حاتم (2/2/142 و3/1/132 و1/1/249) ولم يذكر فيهم جرحا ولا تعديلا. ولا أستبعد أن يكون ابن حبان قد أوردهم في " كتاب الثقات له على قاعدته المعروفة
والحديث أورده الهيثمي في " المجمع " (1/22) : وقال
رواه البزار، وفي إسناده عمران القصير وهو متروك، وعبد الله بن أبي

القلوص
وعلى هامشه ما نصه ـ وأظنه للحافظ ابن حجر
" عمران القصير أخرج له الشيخان، ووثقه جماعة، وما علمت أحدا تركه
وعبد الله بن أبي القلوص ما علمت أحدا وثقه. كما في هامش الأصل
وأورده الهيثمي في مكان آخر (1/19) وقال
" رواه الطبراني في " الكبير " وفي إسناده عمر بن محمد بن عمر بن صفوان وهو
واهي الحديث
كذا قال! وإنما هو ابن معدان، ولعله تصحف عليه أوعلى ناسخ " الكبير " الذي
كان عنده، فإني لا أعرف في الرواة من يدعى عمر بن محمد بن عمر بن صفوان
ولكن من أين أخذ الهيثمي وصفه إياه بأنه " واهي الحديث "؟ فلابد أن يكون وقع
له فيه وهم، لم يتبين لي إلى الآن سببه، ولا سيما والبزار قال فيه: " لا
بأس به " كما سبق
ثم وقفت على إسناده في " المعجم الكبير " (18/124/253) بعد أن طبع بتحقيق
أخينا حمدي السلفي، فإذا هو فيه ".. ابن معدان " على الصواب. والحمد لله
على توفيقه وأسأله المزيد من فضله

বাংলা

১৩৫৫। যে ব্যক্তি সত্যিকারে তার অন্তর থেকে জানবে যে, আল্লাহ্ তার প্রতিপালক এবং আমি তার নবী এবং তার হাত দ্বারা তার বুকের চামড়ার (হৃদয়ের) দিকে ইশারা করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার মাংসকে (জাহান্নামের) আগুনের উপরে হারাম করে দিবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি বাযযার (নং ১৪), ইবনু খুযায়মাহ "আততাওহীদ" গ্রন্থে (২২৬) ও আবু নুয়াইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (৬/১৮২) আইউব ইবনু সুলায়মান ইবনে সাইয়্যার হারেসী সাহেবুল কাররী সূত্রে উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে উমার ইবনে মা'দান হারেসী হতে, তিনি ইমরান আলকাসীর হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আবিল কালূস হতে, তিনি মুতাররিফ হতে, তিনি ইমরান ইবনু হুসায়েন (রাঃ) হতে, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন ...।

বাযযার বলেনঃ হাদীসটির শুধুমাত্র এ সূত্রটিই রয়েছে। ইবনু আবিল কালূস বাসরী আর উমার ইবনু মুহাম্মাদ বাসরী এর ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুর্বল। আব্দুল্লাহ ইবনু আবিল কালূস এবং (ইমরান আল কাসীর ছাড়া) তার নিচের বর্ণনাকারীগণ প্রসিদ্ধ নন। ইবনু আবী হাতিম তাদেরকে (২/২/১৪২, ৩/১/১৩২, ১/১/২৪৯) উল্লেখ করে তাদের সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

হাদীসটিকে হায়সামী "আল-মাজমা" গ্রন্থে (১/২২) উল্লেখ করে বলেছেনঃ হাদীসটিকে বায্যার বর্ণনা করেছেন। এর সনদে ইমরান আল-কাসীর রয়েছেন তিনি মাতরূক এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আবিল কালূস রয়েছেন।

তার টীকাতে উল্লেখ করা হয়েছে, আমার ধারণা হাফিয ইবনু হাজার কর্তৃক দেয়া টীকাঃ ইমরান আলকাসীর থেকে বুখারী ও মুসলিম হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাকে একদল নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। তাকে কেউ ত্যাগ করেছেন বলে আমি জানি না। আর আব্দুল্লাহ ইবনু আবিল কালূসকে কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন বলে জানি না।

হায়সামী হাদীসটিকে অন্যত্র (১/১৯) উল্লেখ করে বলেছেনঃ হাদীসটি ত্বারানী "আল-মুজামুল কাবীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার সনদে উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে উমার ইবনে সাফওয়ান রয়েছেন তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল।

"আল-মুজামুল কাবীর" গ্রন্থে উল্লেখিত সনদে আসলে ... ইবনু সাফওয়ান হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি, উল্লেখ করা হয়েছে ... ইবনু মা'দান হিসেবে। অতএব হায়সামী যে ... ইবনু সাফওয়ান বলেছেন তা ঠিক নয় বরং ঠিক হচ্ছে ... ইবনু মাদান।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72234

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন